সংবাদ

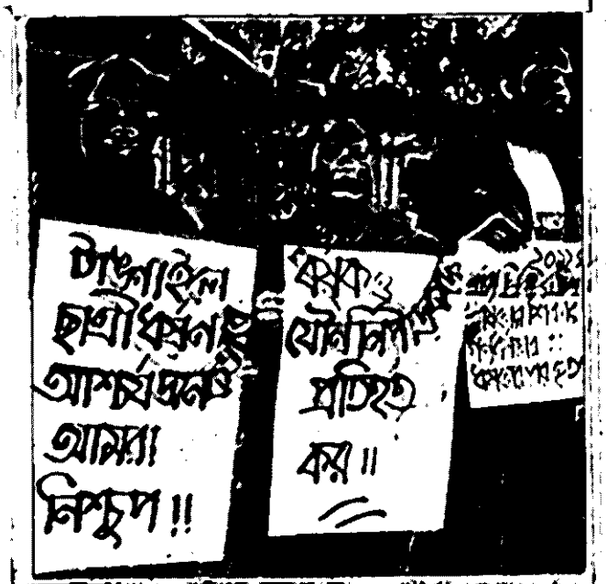

5 JAN 2013




ধর্ষক ও যৌন নিপীড়কদের প্রতিহত করার দাবিতে গতকাল প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন —সংবাদ

## টাঙ্গাইলে স্কুলছাত্রী ধর্ষণ

# ধর্ষকদের ফাঁসি চাই

### ● প্রতিবাদ অব্যাহত ● বিথী কারাগারে

বিমন বিহারী দাস, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলের মধুপুর পাহাড়ি এলাকায় নবম শ্রেণীর স্কুলছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদ এবং ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর ও ধনবাড়ি উপজেলাসহ সমগ্র জেলার ছাত্র-জনতা নারী-পুরুষ মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত রেখেছে।

ধর্ষণের ঘটনায় আটক ৪ ধর্ষক মধুপুর উপজেলা জাতীয়তাবাদী যুবদলের যুগ্ম-সম্পাদক ও সুখি কম্পিউটার মালিক মনিরুজ্জামান সরকার মনি, শাহজাহান আলী, নুরুজ্জামান গেদা ও হারুনুর রশীদকে রিমান্ডে নিয়ে মধুপুর থানা পুলিশ টাঙ্গাইলে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

## টাঙ্গাইলে : ধর্ষণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জিজ্ঞাসাবাদ করছে। গতকাল দুপুরে একদিনের রিমান্ড শেষে মধুপুর পুলিশ ধর্ষণের সহায়তাকারী ও ধর্ষিতার বান্ধবী বীথি আক্তারকে টাঙ্গাইলের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করলে আদালত আসামি বিথীকে জেলহাজতে প্রেরণের আদেশ দেন। গতকাল বিকেলে ধর্ষিতা স্কুলছাত্রীর বাড়ির কাছে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বেথইর রেললাইনের পাশে ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান ফরজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিশিষ্ট শিক্ষক সেলিম মাস্টার, নাজিম উদ্দিন, নুর মোহাম্মদ, আবদুল জলিল মিয়া প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তৃতা করেন। বক্তারা এই ঘটনায় গ্রেফতারকৃত ধর্ষক, ধর্ষণে সহায়তাকারী এবং যারা এখনও গ্রেফতার হয়নি তাদের গ্রেফতার এবং ফাঁসি দাবি করেন।

গতকাল সন্ধ্যায় বিএনপি নেতা এবং টাঙ্গাইল-৫ আসনের এমপি মে. জে. (অব.) মাহমুদুল হাসান বেথইর তারাবাড়ি গ্রামে ধর্ষিতার বাড়ি যান এবং ধর্ষিতার পিতাসহ পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান।

সংবাদ প্রতিনিধি, গতকাল দুপুরে ঘটনাস্থল মধুপুর উপজেলার আউশনারা ইউনিয়নের বোকার বাইদ গ্রামে ধর্ষক এবং গ্রেফতারকৃত নুরুজ্জামান গেদার বাড়ি গেলে বাড়িতে কাউকে দেখতে পাননি। যে ঘরে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ করা হয় সেই ঘরটি তালাবদ্ধ দেখা যায়। প্রতিবেশীরা জানান, বাড়ির মালিক নুরুজ্জামান গেদাকে পুলিশ গ্রেফতার করার পর তার স্ত্রী ঘর তালাবদ্ধ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তারা জানান, গেদার বাড়ি থেকে তাদের বাড়ি একটু দূরে হওয়ায় ঘটনার ব্যাপারে তারা কিছুই জানেন না। গেদার ভাই দিনমজুর মজিবর ও ক্ষুদে ব্যবসায়ী শাহজাহান জানান, তারাও এ ব্যাপারে কিছু জানেন না। প্রতিবেশী ওহু মিয়ার স্ত্রী আমেনা বেগম (৪০) জানান, ডিসেম্বরের ৬ অথবা ৭ তারিখ বিকেলে তিনি গেদার বাড়িতে দুইজন কিশোরী এবং চারজন অপরিচিত লোক দেখেছেন। আর কিছুই তিনি জানেন না। ইদিলপুরের অধিবাসী সংগীতশিল্পী হারুনুর রশিদ জানান, মাগরিবের নামাজের আগে তিনি গেদার সঙ্গে ২ কিশোরী ও ৪ জন অপরিচিত লোককে গেদার বাড়ি যেতে দেখেছেন। এ সময় তিনি অপরিচিত লোকজন কারা গেদাকে জিজ্ঞেস করলে গেদা বলে এরা ভিডিও নাটকের শিল্পী। নাটক করতে এসেছে। ঘটনার খবর প্রকাশ হলে তিনি হতবাক হন। তিনি এই বর্বর ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচার ও কঠিন শাস্তি দাবি করেন।

গতকাল বিকেলে প্রতিনিধি ধর্ষিতার বাড়ি গেলে স্কুলছাত্রীর পিতা, দুই ভাই ও চাচারা ধর্ষকদের বিচার ও ফাঁসি দাবি করেন।

ধর্ষিতার বড় ভাই দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র রফিকুল ইসলাম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, এক রাত নয়, ৩ দিন ৩ রাত গণধর্ষণের পর অজ্ঞান অবস্থায় নরপশুরা তার বোনকে ঘটনাস্থল থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার রসুলপুর রেললাইনের পাশে ফেলে চলে যায়। সেখান থেকে উদ্ধার করে বোনকে হাসপাতালে নেয়া হয়। পরে ২২ ডিসেম্বর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়। এরপর টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ভর্তি করা হয়।

মধুপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি জানান, খাদ্যমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, যারা মধুপুরের মুখে কালিমা লেপন করেছে, মধুপুরবাসীর মাথা হেড করে দিয়েছে তাদের বিচার বাংলার মাটিতে অবশ্যই করা হবে। যারা একজন মেয়েকে টাঙ্গাইল থেকে মধুপুরে এনে ধর্ষণ করে টাঙ্গাইলে রেললাইনের পাশে ফেলে দিতে পারে এর চেয়ে পাশবিক আর কি হতে পারে? এই পাশবিকতার সঙ্গে যারা জড়িত তারা দেশ ও জাতির শত্রু। এ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিচার বাংলার প্রতিটি মানুষের দাবি।

তিনি গতকাল বিকেলে মধুপুরে পাঁচ কোটি ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য আধুনিক অডিটোরিয়াম কাম কমিউনিটি সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক জানান, টাঙ্গাইলে ধর্ষণের শিকার স্কুল ছাত্রীর অবস্থা কিছুটা ভালো হয়েছে। কিন্তু আগের মতই কাউকে চিনতে পারছে না। শুধু চোখ মেলে তাকিয়ে থাকছে। চিৎকার চেচামেচি কিছুটা কমেছে। কিন্তু মানসিক সমস্যা এখনও কাটেনি। এদিকে এই ঘটনায় ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে সচেতন নাগরিক ফোরাম।

বৃহস্পতিবার একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয় মেয়েটির চিকিৎসার জন্য। গঠনের পর থেকে মেয়েটির চিকিৎসার কাজ শুরু করেছে মেডিকেল বোর্ড। মেডিকেল বোর্ডের অন্যতম সদস্য ডা: হরিদাস সাহা প্রতাপ সংবাদকে জানান, মেয়েটি আগের চেয়ে কিছুটা সুস্থ। কিন্তু তার মানসিক সমস্যা এখনও রয়েছে। আর বোর্ডের সদস্যরা তাদের সাধ্যমত কাজ করছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসি সূত্র জানায়, মুখে কোন খাবার গ্রহণ করতে পারছিল না মেয়েটি। শুক্রবার ফলের জুস খাওয়ানো হয়েছে। তবে অন্য কোন খাবার খেতে পারছে না। স্যালাইনের মাধ্যমে খাবার দেয়া হয়েছে।